সংবাদ

তারিখ ... 03 MAY 2010 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ঢাকা : সোমবার ২০ বৈশাখ ১৪১৭
Dhaka : Monday, 3 May 2010

সম্পাদকীয়

সার্ক

ষোড়শ শীর্ষ সম্মেলন থেকে প্রাপ্তি

সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো-অপারেশনের (সার্ক) ষোড়শ শীর্ষ সম্মেলন হয়ে গেল ভুটানের রাজধানী থিম্পুতে। এ বছর সার্ক তার ২৫ বছর পূর্ণ করল। সম্মেলনের শেষ দিনে গত বৃহস্পতিবার দুটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ৩৬-দফা রজতজয়ন্তী ঘোষণা অন্য সার্ক শীর্ষ সম্মেলনের ঘোষণার অনুরূপ হলেও এবারের অগ্রাধিকার হলো জলবায়ু ও পরিবেশ। এ সম্পর্কে দুটি চুক্তিও স্বাক্ষরিত হলো। বিশ্বব্যাপী এখন জলবায়ু একটি বহুল আলোচিত বিষয়। এ দুটি ব্যাপারে যৌথভাবে করণীয় সামান্যই। তবে আন্তর্জাতিক ফোরামে দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ুর ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে একবাক্যে বক্তব্য তুলে ধরতে পারে। এবারের শীর্ষ সম্মেলনের বিশেষত্ব হলো, প্রথমবারের ভুটানে তার অনুষ্ঠান এবং শীর্ষ সম্মেলনটি সুচারুভাবেই শেষ হয়েছে।

এবারের শীর্ষ সম্মেলনে আগামী দশককে 'সার্ক কানেকটিভিটি দশক' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এর অর্থ এখন পর্যন্ত পরিষ্কার নয়। আমাদের দেশ থেকে সুদূর বাহামা দ্বীপে প্রতি মিনিট ৬ টাকায় টেলিফোন করা যায়। কিন্তু মুর্শিদাবাদে টেলিফোন করতে প্রতি মিনিট ১৮ টাকা খরচ করতে হয়। বর্তমান কানেকটিভিটির এটি একটি নমুনা মাত্র। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে আট জাতি সার্কের এ ধরনের পরিস্থিতি কাম্য নয়। সার্কের মধ্যে মোটর ও রেলগাড়ি চলাচলের ওপর চুক্তি সম্পাদনের তাগিদ দেয়া হচ্ছে। সাফটা নিয়ে অনন্ত আলোচনা হলেও আট দেশের বহির্বাণিজ্যের তুলনায় আন্তঃবাণিজ্য ১০ ভাগেরও কম। অতীতে যেসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল সেগুলোর কতটা বাস্তবায়ন হয়েছে তা পর্যালোচনা করা হয়নি।

প্রতিবারই শীর্ষ সম্মেলনে আশার সঞ্চারকারী সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এসব ভুলে যেতে বেশি দিন লাগে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং আক্ষেপের সুরে বলেন, সার্কের মাধ্যমে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলো যতটা উপকৃত হতে পারত ততটা হয়নি। মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাশিদ বলেন, সার্কের দুটি প্রধান শরিক ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বৈরী সম্পর্কের কারণে সার্কের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। এ কথা মনে রাখা দরকার, সার্কের আওতায় সদস্য দেশগুলোর দ্বিপক্ষীয় সমস্যা আলোচনা করার কোন সুযোগই নেই। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে এ দুটি দেশ আঞ্চলিক উন্নতির স্বার্থে সমঝোতার পথে এগিয়ে যাবে।

সার্কের নতুন সদস্য সন্ত্রাসকবলিত এবং মার্কিন ও ন্যাটো বাহিনীর সহায়তায় সন্ত্রাস দমনরত আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, মাদক ও সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের উল্লেখ করে সদস্য দেশগুলোকে যৌথভাবে উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত এসব ব্যাপারে বাংলাদেশ-ভারত চুক্তি সই করেছে। দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংগঠনটি এলাকার উন্নয়নে সহযোগিতা করেছে সামান্যই। অন্যদিকে এসব অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে, মাল্টিলেটারাল চুক্তির চেয়ে দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও সেবামূলক সহযোগিতা অনেক সহজ। তবুও ৮টি দেশ গত ২৫ বছর ধরে সার্ক ও সাফটার মাধ্যমে উন্নয়নের আশা করে যাচ্ছে। আমরাও এ আশার ভাগীদার।